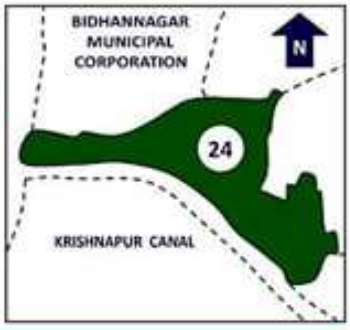

জাগো ২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভালো-মন্দ বার্তা

প্রথম বর্ষ , দশম সংখ্যা , ডিসেম্বর ২০২২ , অগ্রহায়ণ - পৌষ , ১৪২৯

গত ৭ই ডিসেম্বর, ২৪ নং ওয়ার্ড অফিস প্রাঙ্গণে, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয় তাঁর ওয়ার্ডের ৫০০ জন নাগরিকের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দিলেন। নিজের ওয়ার্ডের মানুষের প্রতি সর্বদা স্নেহশীল পিতার মতো তাঁদের পাশে থাকেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। তাই তো শীতের মরসুমের শুরুতেই সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার উপহার প্রদান করলেন তিনি।

বাংলার গায়ক শ্যামা

শম্ভুনাথ মল্লিক

আমাদের এই পশ্চিমবাংলার গ্রাম-জঙ্গলে যে গায়ক ও সুন্দর পাখিটি থাকে তার নাম "শ্যামা"। বৈজ্ঞানিক নাম "Kittacincla Malabarica", সম্পর্কে দোয়েল পাখির জাত ভাই।

শরীরের মাপ ২৮ সেন্টিমিটার, সুন্দর লম্বা লেজের মাপ ১৭ সেন্টিমিটার। লেজের পালকের দুপাট বেশ শক্ত, লেজের তলায় বড় সাদাটে ও হাল্কা বাদামি রঙের টান দিয়ে কেউ যেন জায়গায় জায়গায় খাঁজ কেটে দিয়েছে। লেজের গোড়ায়, পিঠের দিক দিয়ে চৌকো সাদা ছোপ। লেজের অগ্রভাগ সমান নয়, কিছুটা খাঁজকাটা ধরনের। লেজের পালকের উপরিভাগ কালো। মাথা ও পিঠের উপরিভাগ এবং গলার নিচ থেকে ঘাড় ও বুকের কিছুটা অবধি কালো - তবে তা মাথার কালোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। ঠোঁট হাল্কা কালো, লম্বায় মাত্র ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার। বুকের কালো যেখানে শেষ, সেখান থেকে শুরু চমৎকার আলতা বাদামি, কমলা ও হাল্কা পিঙ্গল মেশানো রং। পায়ের পালকটুকুতে আলতা রঙের প্রলেপ। লেজের তলারও কিছুটাও আলতা রঙের। শ্যামা পাখির ডানার ১০ টি পালকের অগ্রভাগ ছুঁচলো, ডানার উপরিভাগ কালো, সরু পায়ের রং লালচে গোলাপি, চোখের মণির রং কিছুটা বাদামী। স্ত্রী শ্যামাপাখির রং ধূসর পিঙ্গল। পিঠের রং হালকা ধূসর, তার সঙ্গে পোড়ামাটির ধুলো যেন মাখামাখি, বুক ও পেটের রং পোড়া ইটের মতন।

শ্যামাপাখি টানা কুড়ি সেকেন্ড ডাকতে পারে। তারপর একটু দম নিয়ে আবারও পনেরো সেকেন্ড ডাকে। কি মিষ্টি গলা _ তার মোলায়েম শিসে হরেক সুরের ওঠা-নামা, রাগ-রাগিণী খেলা করে তার গলার ভেতরে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার মোলায়েম শিস। পুরুষ পাখি গান করে সুপিক-সিক-সিক_ পুউ_উ_উ_পিউউ_উস। কণ্ঠে আছে জাদু, অপরূপ তার সুরলহরী। অবশ্য স্ত্রী পাখির শিস এতটা মিষ্টি নয়। এরা নিয়মিত বেশ সময় নিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে স্নান করে শরীরের পালক ও লেজের লম্বা পালক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

শ্যামাপাখির বাসা বাঁধার প্রিয় জায়গা সুপুরি পাতার ভেতরে ও সুপুরির কাঁদির ওপরের অংশ। আর বাসার উপকরণ - গাছের শুকনো শিকড়, গাছের শুকনো পাতা ও কিছু শুকনো ডালপালা। বাসা বাঁধতে সময় লাগে ৬ দিন। স্ত্রী পাখি একাই বাসা বাঁধে। চারটে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটে ১৩ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। বাচ্চারা উড়তে শেখে ১৭ দিন বয়সে। বাচ্চাদের খাওয়ায় বাবা-মা দুজনে মিলে। আরো সাতদিন পরে যখন বাবা-মার সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক চুকে যায় তখন নিজেরাই খেতে শেখে। এরা মূলত কীটপতঙ্গভোজী। পিঁপড়ের ডিম এদের প্রিয় খাদ্য। গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় এরা থাকতে ভালোবাসে। ভীষণ লাজুক প্রকৃতির এবং সতর্ক পাখি। তাই বলে ভীতু নয়, বাসার কাছে বেজি বা সাপ দেখলেই এরা তাড়া করে। বাচ্চারা উড়তে শিখলেই পুরুষটি ভ্রমণে বেরোয় আর স্ত্রী পাখি ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে বাচ্চারা স্বাবলম্বী হওয়ার পর।

সম্পাদকীয় কলমে

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

গতকাল রাতে হঠাৎ চলে গিয়েছিলাম ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে। একগাদা অভিযোগ নিয়ে। তিনি জানতে চাইলেন, আমার নালিশ, উত্তর দিতে রাজি হলেন।

প্রথম অভিযোগ - এত গরীব পৃথিবীতে, খেতে পায় না, অভুক্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছে। আর তুমি কিছু না করে চুপ কেন? কেমন দয়াময় তুমি? হাসলেন ঈশ্বর। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুমি কখনো দেখেছ রাস্তার কোন কুকুর না খেতে পেয়ে মরেছে বা গাছের কাক অভুক্ত অবস্থায় মারা গেছে? দেখনি। কারণ এদের খাবার আমি যোগাই। কিন্তু মানুষ খাদ্য-উৎপাদক। এই বুদ্ধি তাকে আমি দিয়েছি। তোমার কথামতো মানুষকে খেতে দেবার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। কিন্তু তাহলে তোমাদের যে বুদ্ধি দিয়েছি সেটা ফেরত্ দিতে হবে। রাজি তো? ভয় পেয়ে বলে উঠলাম - না না, বুদ্ধি ছাড়া কিভাবে থাকবো? ঠিক আছে, বুদ্ধির সাহায্যে এর কোন সমাধান আমরা খুঁজে নেবো।

দ্বিতীয় অভিযোগ - আচ্ছা ভগবান, এই যে এতো লোক রোগ-ব্যাধিতে ভুগছে এটা তো তুমি বন্ধ করতে পার। হাসপাতাল আর ওষুধের খরচ, শরীরের কষ্ট, এসব দূর করে দাও। হাসলেন তিনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন রাখলেন আমার কাছে - তাহলে কয়েক হাজার ডাক্তার, নার্স, এদের কি হবে? একটা সমাধান হতে পারে। হাসপাতালগুলিকে স্কুলে পরিণত করে ডাক্তারদের শিক্ষক করে দেওয়া। আর বড়-বড় ওষুধ-তৈরির ফ্যাক্টরি, অসংখ্য দোকান, এবং বিশাল কর্মিবৃন্দ -- কি করা যায় এ নিয়ে সেটা আমাকে বলো। আমি সে-রকমই করে দিচ্ছি। আমি হতবাক। বললাম এর উত্তর আমার জানা নেই।

এবার আমি তৃতীয় অনুরোধ করলাম - সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করে দাও। তিনি বললেন, বেশ কাল থেকে এসব বন্ধ। কিন্তু এতো কারাগার আর লাখ খানেক পুলিশ !! কি হবে? জেলগুলিকে অনাথ-আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রম, আর পুলিশকে কেয়ারটেকার? আরো বড় সমস্যা, চোর-ডাকাত না থাকলে আদালতেরও দরকার হবে না। তখন কোর্টের বড় বিল্ডিংগুলি কোন কাজে লাগবে? কলেজ খুলবে? আমার করুণ অবস্থা দেখে ঈশ্বরের দয়া হলো। তিনি বললেন : তোমার সমস্যা কি জানো? তুমি অনেক কিছুই চাও (desire)। কিন্তু নিজের প্রয়োজন (need) বোঝো না, প্রাথমিকতা (priority) নিয়ে চিন্তা করোনা।

আমি তবুও বললাম, কিন্তু আপনি সৃষ্টিকর্তা। আপনি তো জানেন কি দরকার। ঈশ্বর হেসে বললেন শুধু আমিই সৃষ্টি করি? না... ঈশ্বর ও মানুষ মিলে এই জগতের সৃষ্টি করেছে। আমি মাটি তৈরি করেছি, তোমরা তা দিয়ে ইঁট বানিয়ে ঘর-বাড়ি গড়েছ। আমি অরণ্যের স্রষ্টা, তোমরা কাঠ কেটে চেয়ার-টেবিল বানিয়েছ। ঈশ্বর ধাতু দিয়েছেন, মানুষ তা দিয়ে গাড়ি-ব্রিজ-প্লেন তৈরি করেছে। আমি আকাশ গড়েছি, তোমরা তাকে সুন্দর করেছ। তাকিয়ে দেখো বুধ-শনি-মঙ্গলকে। মানুষ নেই সেখানে। তাই তারা পৃথিবীর মতো সুন্দর নয়। মানুষ আর ঈশ্বর যেখানে হাত মিলিয়েছেন সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর। সেখানেই সত্য, শিব, সুন্দর।

আমার প্রশ্ন শেষ হয় না। তাহলে এই অন্যায় গরীবি রোগ এইসব আমাদের মিলিত সৃষ্টি নয়? ...না ... উত্তর দিলেন তিনি। যুগে যুগে আমি বারবার পাঠিয়েছি ঈশ্বরদূতদের। আমার বাণী নিয়ে গেছেন তারা মানুষের কাছে। কিভাবে এক সুন্দর জগত সৃষ্টি হবে, ঈশ্বর কিভাবে সাহায্য করতে পারেন মানুষকে সে-কথাই বলেছেন তারা। কিন্তু তোমরা শোনোনি আমার সেই কথা। তোমরা অস্বীকার করলে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করতে। ফল এখন হাতেনাতে পাচ্ছো। সবে তো শুরু। খেলা এখনও বাকি আছে।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। সামনে দেখি জাগো ২৪ এর মেঘনাদ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ২৪ ঘন্টা পরিষেবার লাইভ করতে হবে। নতুন পথ নিয়ে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে। যাই, ওঁর সাথেই বরং পথে নামি ...

বিজন আলোয়

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে

" আমার কথা "

একটা বছর শেষ হতে চলেছে। এই বছরটার শেষ দশটা মাস আমি মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মানুষের সেবা এবং তাঁদের পাশে থাকাই আমার স্বভাব, আমার বৈশিষ্ট্য । যতদিন দেহে প্রাণ আছে, এই অভ্যাস পাল্টাতে পারবো না। এই ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং মডেল ওয়ার্ড গঠনে ওয়ার্ডের প্রতিটি নাগরিকদের সহযোগিতা ও মতামত আমার কাছে সম মূল্যবান। প্লাস্টিক বর্জন, বেআইনিভাবে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, রাস্তার দুই ধারে ভ্যান দাঁড় করিয়ে সামগ্রী বিক্রি করা বন্ধ করা পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড গঠনের একটি প্রধান সাফল্য। অগ্রগতির নিরিখে এই ওয়ার্ড একের পর এক সফলতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এলাকার নাগরিকদের সহযোগিতাই এই সাফল্যের মূল কারণ। প্রতিদিন যখন ওয়ার্ড পরিদর্শন করি, তখন বর্তমান সময়ে ওয়ার্ডের সামগ্রিক উন্নয়নের চালচিত্র কিছুটা হলেও অনুভব করি। মা মমতা প্রকল্পের বিয়ের কনেদের বেনারসি শাড়ি আশীর্বাদ হিসাবে দেওয়াটা আমার মনে এক আনন্দের অনুভূতি দেয়। মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মা অন্নপূর্ণা প্রকল্পের রেশন প্রদানের ব্যবস্থা বহু অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধার মুখে বাঁচার আলো জ্বালিয়েছে। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যাসাগর প্রকল্প চলছে। এইভাবেই নতুন বছরে নতুন উদ্যমে আমি মানুষের জন্য কাজ করে যাব ... এটাই আমার বিশ্বাস। কারণ আমি মনীষ মুখার্জী ... সকল মানুষই আমার ... আমি শুধুই মানুষের ।

(. . . . ক্রমশঃ)

- মনীষদা রাস্তায় ভ্যান দাঁড়ানো বন্ধ করায় নিত্য পথযাত্রীদের যে কি সুবিধা হল তা বলে বোঝানো যাবে না... পথচারীরা পথ চলতে গিয়ে মনে মনে ওনাকে ধন্যবাদ জানাবে। ছোট্ট একটা কাজ কিন্তু হাজার মানুষের সুবিধা হল। এভাবেও মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। প্রতিটা মানুষের আশীর্বাদ ওনার সঙ্গে। আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এভাবেই মানুষের জন্য কাজ করে যান। বাস অটো রিকশা আর দু সাইডে ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতো। মানুষ হাঁটাচলা করতে পারত না। রাস্তার মধ্যখান দিয়ে হাঁটতে হতো। এখন শান্তিতে মানুষ একটু হাঁটতে পারবে। *- শ্রাবণী চক্রবর্তী*
- আমাদের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর গত ১০ মাসের কর্মকান্ডে আমরা মুগ্ধ। এই বছর বর্ষাকালে রাস্তায় জল জমার ব্যাপারটা একেবারেই ছিল না, তার অন্যতম কারণ প্লাস্টিক বন্ধ হওয়া। প্লাস্টিক নালা-নর্দমায় জমা হয়ে নিকাশী ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিত, সেটা এই বছর আর হয়নি। ডেঙ্গু সচেতনতার ফলে মানুষ আক্রান্ত হয়নি বললেই চলে। এছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় ব্লিচিং দেওয়া হয়, বাড়ির মধ্যে ঢুকে মশার তেল নিয়মিত দেওয়া হয়, প্রতিদিন রাস্তাঘাট ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখা হয়, যেগুলো আগে কোনোদিন এই ওয়ার্ডে হয়নি। তাই মনীষদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। *- রাজু বসাক [AD - 172]*
- পরিসেবা ভালো হচ্ছে। প্রতিদিন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হয়। রোজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার তেল স্প্রে করা হয়। ড্রেন নিয়মিত সাফাই করার ফলে জল জমে থাকে না। রাস্তায় কোথাও ময়লা জমে থাকে না। ধন্যবাদ জানাই আমাদের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীকে । *- বিনোদ সাউ [BC - 75]*
- প্লাস্টিক উঠে গিয়ে সবথেকে ভালো হয়েছে। রেগুলার মশার তেল দেওয়ায় মশাও প্রায় নেই। ধন্যবাদ জানাই মনীষদা ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে। *- অনন্ত মন্ডল [Rabindra Pally Bazar]*
- আমাদের এলাকায় নিয়মিতভাবে মশার ঔষধ দেওয়া হয়। মনীষ আমাদের অনেক পরিষেবা দেয়। ও প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডে আমরা খুব খুশি মনীষ মুখার্জীকে পেয়ে । *- শিবু দত্ত [AD - 178]*
- I have seen the noticeable improvements taken place at our Word and locality. The drain cleaning, the sprinkling of anti mosquito medicine has improved a lot. The councilor Mr. Manish Mukherjee is doing really a good role with his team. I would like to thank and congratulate our councilor and all team members for their good works. *- Advocate Rajarshi Roy [AF 121]*
- ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে মনীষ বাবুর তত্ত্বাবধানে যে কাজকর্মগুলো হচ্ছে তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ মশা নিরোধক ওষুধের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি। নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দে রাখার জন্য যে পরিকল্পনা ও যোগাযোগ মাননীয় কাউন্সিলর মহাশয় ব্যবস্থা করেছেন - তাতে আমি খুশি। *- প্রশান্ত কুমার শিট [AD - 293]*
- The boys spraying mosquito oil are doing a good job. Thanks to the health department and Sri Manish Mukherjee, Councilor of Ward No. 24. *- D. Roychowdhury [AD - 185]*
- মনীষবাবুর জন্য আমি আর আমার মতো অনেকে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে। প্রতিমাসে আমাদের মা অন্নপূর্ণা প্রকল্পের রেশন দেন মনীষবাবু। শাড়ি দেন, এই তো ঠান্ডা আসছে বলে কম্বল দিলেন। আমার ঘর করে দিয়েছেন মনীষবাবু। ওনার মতো মানুষ হয় না, আমাদের কাছে ভগবান। *- উষা দত্ত [Rabindra Pally]*
- প্রিয় মনীষ ভগবানের কাছে তোমার সুস্থ শরীর ও সাফল্য কামনা করছি । তুমি আমাদের যেভাবে দেখাশোনা করছো, আমরা খুব খুশী ও সন্তুষ্ট । এখন মনে হয়, কোনো চিন্তা নেই, তুমি তো আছো । তোমার ও আমাদের এই সু-সম্পর্ক ভগবান যেন বজায় রাখেন - এই কামনা করছি । *- মিতালী সাহা [AF - 61]*

সাগ্নিক ব্যানার্জী

সায়নী দাস

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় সারা মাস ওয়ার্ড জুড়ে চলে নর্দমা সাফাই এবং ব্লিচিং দেওয়ার কাজ।

পৌরপিতার ব্যবস্থাপনায় JCB র সাহায্যে চলছে জঙ্গল, জঞ্জাল ও খালপাড়ের ময়লা পরিষ্কারের কাজ।

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে মশার ওষুধ দেওয়া হয়।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় রিবকের গলিতে রাস্তা ঢালাই, বালক বৃন্দ ক্লাবের গলির মুখে কালভার্ট ঢালাই এবং ৮ নং খালধার অঞ্চলে চলছে ঢাকা নর্দমাসহ ঢালাই রাস্তা তৈরীর কাজ।

গত কোকদিন আগে শতরূপা পল্লীতে আগুন লেগেছিল। ফায়ার ব্রিগেডের সহায়তায় সেই আগুন নিভিয়ে ফেলার পরে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় চলছে পোড়া এবং বর্জ্য পদার্থ সাফাই করার কাজ।

প্রায় ১৫ মাসের অপেক্ষার অবসান ...

৭ নং অঞ্চলের সল্টলেক ব্রিজ অঞ্চলের মানুষজন অবশেষে আগামীকাল থেকেই নিজেদের বাড়িতে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন। এর জন্যে যে লড়াই ও পরিশ্রম ২৪ নং ওয়ার্ডের (বিধাননগর পৌর নিগম) পৌরপিতা তথা ৪নং বোরো চেয়ারম্যান শ্রী মনীষ মুখার্জী করেছেন আজ তাঁর সেই লড়াই এরই বিজয়মালা পরিয়ে দিলেন স্বয়ং 'সময়'। ওই এলাকার পাম্পের মেশিন পুনরায় ঠিক করিয়ে তাঁকে সচল করিয়ে দিয়ে। সময়ের বেশে ওয়ার্ডের জনসাধারনের শ্রী মনীষ মুখার্জীর প্রতি আশা, ভরসা, বিশ্বাস, আর্শিবাদ ও ভালোবাসাই প্রধান শক্তিরূপে কাজ করেছে।

বিধাননগর পৌরনিগমের ব্যবস্থাপনায় এবং এক দৃঢ়চেতা পৌরপিতার সিদ্ধমনের সৌজন্যে আগামীকাল ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে ৭ নং অঞ্চল। বিন্দু বিন্দু জলকে জীবন হিসাবে পুনরায় নিজেদের জীবনেই ফিরে পাওয়ার জন্যে।

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর কঠোর নির্দেশনায় ওয়ার্ড জুড়ে প্রতিদিন চলে প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধরপাকড় অভিযান এবং প্রয়োজনে ধার্য্য করা হয় জরিমানা।

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা - যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাইবোনেরা ফুটপাথে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার ওপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলে সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাথ অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনোরকম ব্যবসায়িক জিনিষপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব । এছাড়াও পূজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পূজা কমিটিগুলিকে জানানো হচ্ছে যে তাঁরাও যেন কোনো রকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহার না করেন । অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নং ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌরনিগম

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে, বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায়, ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় গত ৩রা ডিসেম্বর বন্ধন ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজিত হল দুয়ারে সরকার প্রকল্পের ক্যাম্প।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবুজ (পচনশীল বর্জ্য) ও নীল (অপচনশীল বর্জ্য) রঙের বালতি দেওয়া হচ্ছে।

ওয়ার্ডের কাজ ভালোভাবে চালানোর জন্য প্রতিমাসে ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা মনীষ মুখার্জী দাদা তাঁর ওয়ার্ডের, প্রতিটি স্টাফের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী, কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই প্রতি মাসে তাঁর ওয়ার্ডের অসহায়, দুঃস্থ, যাঁদের দেখার কেউ নেই - সেই রকম মানুষের জন্য গত এপ্রিল মাসে শুরু করেছিলেন মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই অনুযায়ী প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য দুঃস্থ মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন পৌরপিতা স্বয়ং।

২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীরবীন্দ্রপল্লী বাজারের ব্যবসায়ী ভাইবোন এবং বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বোধন করতে চলেছেন বাথরুম। কারণ এই বাজারে ভালো কোন বাথরুম নেই তাই পথচলতি সকলকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

মধ্যরাতে ভি.আই.পি. রোড কেষ্টপুর সংলগ্ন শতরুপা পল্লীর পাশের স্থান অগ্নিকান্ডের কবলে পড়ে। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তাৎক্ষণিক তৎপরতার জন্যে এবং দমকল মন্ত্রী শ্রী সুজিত বোস মহাশয়ের জন্যে সমগ্র এলাকা বিশাল ক্ষতিগ্রস্থ হবার হাত থেকে রক্ষা পেল।

প্রশাসক ও প্রশাসন একত্রিত বৈঠক। ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর সাথে বাগুইআটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ সহ প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। কয়েকদিন আগে যে অগ্নিকান্ড ভি,আই,পি রোড ও শতরুপা পল্লী সংলগ্ন জায়গায় হয়েছিল তার তদন্তসাপেক্ষ নথিবলী এবং আগামীদিনে যেন এই ধরণের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই জন্যেও উক্ত বৈঠকে আলোচনা স্থির হলো। পৌরপিতার তরফ থেকে সামগ্রিক সহযোগিতা ও পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসন এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষজন পেলেন।

-: সম্পাদক :-
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
-: দূরভাষ :-
87770 98458 / 98303 11696

-: কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :-
শ্রী সুদীপ্ত সেন
-: হোয়াটস্ অ্যাপ :-
98317 65251 / 98303 11696

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে)